দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কবির কাঞ্চন

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যেখানে আলোকিত মানুষ গড়া, সেখানে একটি ভালো চাকরি প্রত্যাশায় যে শিক্ষা অর্জন তা তো নিছক লোকদেখানো বৈকি? এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাজীবন শেষ করতে না করতেই সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে অনেকের। ফলে একটি ভালো চাকরি প্রত্যাশা করা কোনো অপরাধ নয়। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যর্থতা আসে তবে তা রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। রাষ্ট্রকে তাই যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের দিকে নজর দিতে হবে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রায় মুখর। আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি মাথায় রেখে এগুতে হবে। কারণ আগামী দিনগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কর্মমুখী শিক্ষানির্ভর পেশাই হবে সর্বোত্তম ও অধিক ন্যায়ের উৎস।

হাতিয়া নোয়াখালী জেলার ঐতিহ্যবাহী এবং আয়তনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য একটি দ্বীপ। এখানকার যোগাযোগব্যবস্থা এখনো আধুনিকতার পূর্ণ স্পর্শ পায়নি। তারপরও এখানে এখন ছড়িয়ে গেছে মোবাইল নেটওয়ার্ক। তার মানে এখন সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। মোবাইল ফোনের পাশাপাশি পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট সেবা ও ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আরো কত কী! মাত্র এক যুগ আগে যেখানে সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে আসত সেখানে বর্তমানে সৌরবিদ্যুতের আলোয় ভরে গেছে দ্বীপবাসীর প্রতিটি ঘর, হাতিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখন এখানে প্রায় প্রতিটি ঘরে মানুষ টেলিভিশন দেখে, ফ্রিজ চালায়, পাখা চালায়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আজ কত দূর পৌঁছে গেছে তার সেবার ডালা নিয়ে!

এখন কেউ যদি মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান গায়ে না মেখে জীবন অতিবাহিত করবেন তবে তিনি নিছক বোকার স্বর্গে বাস করবেন। কত দ্রুতই না আমরা প্রযুক্তির ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছি। বাস, ট্রেন, বিমানের টিকেট বুকিং, রোগ নিরূপণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির বিল দেওয়া থেকে শুরু করে সর্বত্র প্রযুক্তির ছোঁয়া।

প্রতি মুহূর্তে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। তাই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবহমান সময়ের স্রোতে সার্থকভাবে টিকে থাকতে আমাদের আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এরই মধ্যে অনেক হইচই হয়েছে। শিক্ষা কমিশন গঠন, পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন, পরীক্ষা পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ, ছাত্রীদের পড়াশোনায় টিকিয়ে রাখতে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বই সরবরাহ, ১৯৯২ সাল থেকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ্ধতি চালু, শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের বদলে জিপিএ চালু করা, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তনসহ আরো কত কী! এতোসব কিছুর পরও সময় ও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের বাস্তবভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার দিকে হাঁটতে হবে। আশার কথা হলো—আমাদের পাঠ্যসূচিতে আইসিটি, কর্মমুখী ও ক্যারিয়ার শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এসবের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে পাঠ্যসূচিতে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর আগামীর বীজ বপন করতে এখনই সুযোগ করে দিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা লাভের।

চট্টগ্রাম